দৈনিক ইত্তেফাক

১১\১০\২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বেগম খালেদা জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইউএনবি ॥ নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ফেনী জেলার ফুলগাজীর ইস্কানদার মজুমদার সেখানে ব্যবসায়ী হিসাবে বসবাস শুরু করেন। খালেদা জিয়া তাহার পিতা-মাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তৃতীয়। তিনি ১৯৬০ সালে দিনাজপুর সরকারী বিদ্যালয় হইতে মেট্রিক পাস করেন এবং দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় জিয়াউর রহমানের সহিত তাহার বিবাহ হয়। তখন জিয়াউর রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশের (১৪শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বেগম খালেদা জিয়ার

(৩য় পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্ট হন। বেগম জিয়া বিবাহের পর ঐ কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করিতে থাকেন। পরে ১৯৬৫ সালে তিনি তাহার স্বামীর কর্মস্থল তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে স্বামীর নিকট চলিয়া যান।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইলে তাহার স্বামীকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বদলী করা হয়। তখন তিনি সেনাবাহিনীর মেজর। তিনি ঐ সময় প্রথম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দমন অভিযানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং স্থানীয় বেতার কেন্দ্র হইতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে একজন মেজর হিসাবে জিয়া তাহার জেড ফোর্সের নেতৃত্ব দেন। বেগম জিয়াকে দখলদার বাহিনী গ্রেফতার করে ও আটক রাখে। ৯ মাস পর দেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

বেগম জিয়া আদর্শ গৃহিণী হিসাবে জীবনযাপন শুরু করেন। তাহার অধিকাংশ সময় কাটিত তাহার দুই পুত্র তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানের সহিত। পরে ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনকালে তাহার স্বামী লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের প্রেসিডেন্ট হন। এই সময় বেগম জিয়া দেশের রাজনীতি কিংবা রাষ্ট্রীয় বিষয় কোনটিতেই জড়িত ছিলেন না। ১৯৮০ সালের ৩০শে মে তাহার স্বামী এক অভ্যুত্থানে নিহত হইবার পর বেগম জিয়া জনসম্মুখে ও রাজনীতিতে আসিতে শুরু করেন। জিয়াউর রহমান নিহত হইবার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং বিএনপি'র চেয়ারম্যান হন। পরে তিনি ১৯৮১ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইহার ৪ মাসের মধ্যে তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে সামরিক আইন দাবী করেন। এই অভ্যুত্থানের পর বিএনপি চেয়ারপার্সন বিচারপতি আবদুস সাত্তার তাহাকে সহযোগিতা করার জন্য বেগম জিয়াকে দলের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। পরে বিচারপতি সাত্তার রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৪ সালের ১০ই আগস্ট বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি'র চেয়ারপার্সন হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৮৩ সালে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সাত দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে। ঐ আন্দোলনে এরশাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বাধ্য হন। ঐ সময় ৮ বছর সরকার হটাইবার আন্দোলনে বেগম জিয়া আপোষহীন নেত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২০শে মার্চ তিনি দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ঐ সময় তিনি দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও স্বৈরাচার সরকারের ৯ বছরের অসংখ্য দুর্নীতি ও সমস্যা তিনি সফলতার সহিত কাটাইয়া ওঠেন।